স্কুল-মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী শুধু খাতায় আছে বাস্তবে নেই

সামিয়ান হাসান, বিয়ানীবাজার (সিলেট)

১৭ নভেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

শিক্ষা বোর্ডের মঞ্জুরি বহাল রাখা কিংবা শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) চালু রাখার স্বার্থে স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোয় খাতা-কলমে বাড়তি শিক্ষার্থী দেখানোর অভিযোগ পুরনো। বিয়ানীবাজার উপজেলায় এবার এই থলের বিড়াল বেরিয়ে এসেছে জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধী হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের (এইচপিভি) টিকা দেওয়ার সময়। স্কুল-মাদ্রাসায় খাতা-কলমে নাম থাকলেও স্বাস্থ্যকর্মীরা বাস্তবে শিক্ষার্থী খুঁজে পাননি। নির্দেশনা থাকলেও শিক্ষকরা তাদের হাজির করতে পারেননি। কেউ কেউ স্বীকার করেছেন, অনুপস্থিত থাকা শিক্ষার্থী বাস্তবে নেই।

UNIBOTS

-10:32

বিয়ানীবাজার উপজেলায় টিকা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট তপন জ্যোতি ভট্টাচার্য বলেন, ‘টিকা প্রয়োগ শুরুর আগে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একাধিকবার গিয়েছি। বলেছি, বাস্তবে যে শিক্ষার্থী, সেই তালিকা যেন আমাদের দেওয়া হয়। বেতন-ভাতা চালু রাখার জন্য অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খাতায় অতিরিক্ত শিক্ষার্থী দেখানো হয়েছে। ভয়ে শিক্ষকরা আমাদের আসল তালিকা দেননি।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্রাথমিকে এ সমস্যা নেই, কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় আছে। স্কুলের চেয়ে আবার মাদ্রাসায় সমস্যা বেশি। আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের শিক্ষার্থীদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, পরে কাজে গিয়ে (টিকা দেওয়ার সময়) আমরা সেটা পাইনি। ফলে আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, সেটা অর্জিত হয়নি।’

বিয়ানীবাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তথ্য অনুযায়ী, এখানকার ২৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৮ হাজার (১৭ হাজার ৭শ) কিশোরীকে এই টিকা দেওয়ার কথা ছিল। তবে অনলাইনে মাত্র ৮ হাজার ছাত্রী টিকা নিতে নিবন্ধন করে। তার মধ্যে প্রায় ৬ হাজার জন টিকা নিয়েছে। তপন জ্যোতি ভট্টাচার্য এ বিষয়ে জানান, অপপ্রচার, গুজবের কারণে অনেকে টিকা নিতে আগ্রহী হয়নি। তবে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সংখ্যা খাতার তালিকা অনুযায়ী বাস্তবে কম বলে ধরা পড়েছে।

স্কুলপর্যায়ে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রীদের এইচপিভি টিকা দেওয়া শুরু হয় গত ২৪ অক্টোবর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে টিকা প্রয়োগ করা হয় ৭ নভেম্বর পর্যন্ত। ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের জন্য ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে।

স্কুল-মাদ্রাসায় টিকা প্রয়োগের সঙ্গে নিয়োজিতরা জানিয়েছেন, অন্তত ৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭টি মাদ্রাসা, ২টি উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের খাতা এবং ছাত্রীর প্রকৃত সংখ্যায় গরমিল আছে। বিয়ানীবাজারে প্রায় ১৮ শতাংশ ছাত্রী আসলেই আছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মৌলুদুর রহমান বলেন, বিয়ানীবাজারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাস্থ্য বিভাগের মাঠকর্মীদের প্রেরণ করে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তথ্য দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা ভুল থাকতে পারে। তিনি আরও বলেন, জেলা থেকেও তথ্যগত গরমিলের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হচ্ছে।

সিলেট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক উপ-পরিচালক আবু সাইদ মো. আব্দুল ওয়াদুদ বলেন, ‘মঞ্জুরির আবেদন এলে আমরা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদেরই বলি, তিনি যেন এই শিক্ষার্থীর সংখ্যার সত্যতার প্রত্যয়ন দেন। তিনি প্রত্যয়ন দিলে আমরা বোর্ডের মঞ্জুরি নবায়ন করে থাকি।